তারিখ
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪
NOV. 18 2002

পিটিআই'র পেশাগত দ্বন্দ্ব নিয়ে দুটি কথা

১৯৫৩ সাল পিটিআই'র জন্ম সাল। এর সঙ্গী হিসেবে জন্ম হয় পরীক্ষণ বিদ্যালয় (Experimental School)। পিটিআই'র ল্যাবরেটরি হিসেবে এর জন্ম বলে এটা এক প্রতিষ্ঠান ও এক প্রশাসক (সুপারিনটেনডেন্ট)-এর অধীন। একই বেতন স্কেল (৩৪০০-৬৬২৫) ও একই মর্যাদা (৩য় শ্রেণী) সম্পন্ন ইন্সট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুসমন্বয়ে পিটিআই'র পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক সামগ্রিক কার্যাবলী চলছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাদ দিয়ে ইন্সট্রাক্টর পদটি ৩য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু হলে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সমমর্যাদা দাবি করেন। শুরু হয় পেশাগত দ্বন্দ্ব। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে অনেক লেখালেখি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে অনেক ধরনা দেয়া হয়। কিন্তু পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের কথা কেউ শোনেননি। অবশেষে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আইনের আশ্রয় নেন। এতে পিটিআই'র ইন্সট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। এতে সি-ইন-এড ও স্কুল সেকশনের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ইন্সট্রাক্টররা পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সি-ইন-এড সেকশনের যাবতীয় কার্যক্রম ও সুবিধা থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে। ফলে উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। সংখ্যায় কম হওয়ায় পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত নানাবিধ মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন। রহস্যময় কারণে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি আটকে আছে। ফলে তারা হতাশায় ভুগছেন। নেপ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে কর্মরত কিছুসংখ্যক ডেপুটেড ইন্সট্রাক্টর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সব সময় বিষোদগার করছেন। পরীক্ষণ বিদ্যালয় সম্পর্কে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছেন। ফলে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য সকল বিধিবিধান ঢালাওভাবে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে চালু করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ এ দ্বন্দ্ব নিরসনে সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। কারণ পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইন্সট্রাক্টরদের সমমর্যাদা দিলে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হবে না। ৩৪০০-৬৬২৫ টাকার স্কেলভুক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে ৩টি টাইম স্কেল পেয়ে ১ম শ্রেণীর আর্থিক সুবিধা পেয়ে যাবেন। এছাড়া এ পেশাগত দ্বন্দ্ব নিরসনে আরও কিছু বিকল্প প্রস্তাব পেশ করছি। বিশেষজ্ঞগণ যদি মনে করেন, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই তবে এটা উঠিয়ে দিয়ে এখানে কর্মরত শিক্ষকদের যথাযথভাবে আত্তীকরণ করা। পরীক্ষণ বিদ্যালয় রেখে পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ বিলুপ্ত করে কর্মরত শিক্ষকদের যথাযথভাবে আত্তীকরণ করা এবং তাদের স্থলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা। বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আসাদ, ১/ডি/১, মিরবাগ, ঢাকা